

# প্যারিসের চিঠি -২

## ওয়াসিম খান পলাশ

ফ্রান্সে মোট বাংলাদেশীর সংখ্যা আট থেকে দশ হাজার হবে। এদের অধিকাংশই থাকেন প্যারিসে ও তার আশেপাশে। বেশ কয়েকটি কারণে তারা রাজধানী বা তার আশেপাশে থাকতে পছন্দ করেন। প্রথমত এদেশের এডমেনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম। বাংলাদেশ থেকে কেউ প্রথম এলে তাকে বেশ কিছু অফিসিল ফরমালিটি পালন করতে হয়। এতে করে সবাইকে বেশকিছু সরকারী অফিসে যেতে হয়। আর এগুলোর অধিকাংশই প্যারিসে। যার জন্য সবাই প্যারিসে থাকতেই বেশী পছন্দ করে।



প্যারিসের নুভ মিউজিয়াম। এখানেই মোনালিসাকে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশীদের জন্য এখানে প্রধান সমস্যা ভাষা। আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আসি কমবেশী সবাই ইংরেজী বলতে ও বুঝতে পারি। কিন্তু ফ্রেঞ্চ ভাষা, এলফাৰেট গুলো ইংরেজীর সাথে মিল থাকলেও বাক্য গঠন ও শব্দের উচ্চারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফরাসীরা ইংরেজী একদম বুঝে না তাই এখানে এসে পুরনো বাঙালীদের উপর নিভর করতে হয়। হাতেগোনা কয়েকজন অনুবাদক ও এন্টারপ্রেটার আছেন যারা বাঙালীদের অফিসিয়াল কাগজপত্র বাংলা থেকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদ করে থাকেন। বাংলাদেশ ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি হওয়াতে ফরাসীরা বাংলাদেশকে অংলোফোন পেই বলে থাকে। ফরাসীতে যে সমস্ত দেশের প্রথম অথবা সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ ইংরেজী সে সমস্ত দেশকে অংলো ফোন পেই বলে। পেই কথাটির অর্থ কান্ট্রি বা দেশ।

এখানকার ইমিগ্রেশন সিস্টেম ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত নয়। ইমিগ্রেশন সিস্টেমের কারনেই বিদেশীরা প্যারিসমুখী হতে বাধ্য হয়েছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেমন কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে তাকে সাথে সাথে বাইরের কোন শহরে আবাসিক সুবিধা দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এবং তার চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এতে করে এক সময় সে ঐ শহরেই সেটেল্ করে যায়। শহরটাকে ভালোবেসে ফেলে।

কিন্তু ফ্রান্সের ইমিগ্রেশন সিস্টেম সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেউ ইমিগ্রেশন অথবা রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে চাইলে যে কোন শহর থেকে আবেদন করতে পারে। কোন কারণে শহর বা ঠিকানা পরিবর্তন করলে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করলেই হয়। এখানকার ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট আবেদনকারীদের থাকা-খাওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকেন ঠিকই কিন্তু আবাসনের ব্যবস্থা করেন না। যার জন্য বিদেশীরা প্যারিসমুখী হয়ে পড়েছে। অভিবাসীদের প্যারিসমুখী হওয়ার আরেকটি বড় কারণ কর্ম-সংস্থানের সুযোগ। প্যারিস বিশ্বের অত্যাধুনিক জাকজমকপূর্ণ মেগাসিটি। এখানে প্রায় কোটি লোকের বাস। প্রতি বছর বিশ্বের সর্বাধিক টুরিষ্ট আগমন করে এই দেশটিতে। অসংখ্য অফিস, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে-বার এ অসংখ্য বিদেশীর কর্ম সংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। অনেক অবৈধ বাংলাদেশীও কাজ পেয়ে যাচ্ছে। বাইরের শহরে খুব সহজে কাজ পাওয়া যায় না। এখানে বাংলাদেশীদের হাতেগোনা কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে যেখানে বাংলাদেশী মাছ, শাক-শসী, মসলা সবই পাওয়া যায়। বিমানের ঢাকা-প্যারিস ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যাবার পর এখন লন্ডন হয়ে আসে। এছাড়া শ্রিলংকান, পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর গুলোতেও আমাদের দেশীয় পণ্য সামগ্রী পাওয়া যায়।



চাকুরি-ব্যবসা আর ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ, এসব নিয়ে প্রতিটি পরিবারকেই ব্যস্ত থাকতে হয়। তারপরও যে কোনো Week End এ বা কোনো অকেশনে কয়েকটি পরিবার নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়। এছাড়া বৈশাখী মেলা, ফেত দোলা মিউজিক বা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবার গুলো মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়।

প্যারিস ১২ ১০৬ ১০৮  
polashsl@yahoo.fr